Yatra....

March 09 Vol. 5

An update on our moves

DIRECTOR's CUT

We couldn't publish our newsletter after February 2008, initially due to my illness (Feb-July 08) and then I took a sabbatical and went for higher studies to London School of Economics (Sep-Dec 08) on Gurukul Chevening Scholarship.

I reached London on 24th September, course started on 25th September. There were a total of 14 of us, including two from Pakistan, out of which one had to leave mid-way. Five of us became very good friends on day one itself. Two of us were given a flat in Scala House, I was sharing with Uttam (Flat 31 on 9th floor at Scala House, which is at the heart of the city, located next to Goodge Street Underground Station, on Tottenham Court Road). London is quiet on Sunday and Monday evenings, Wednesday to Saturday night is 'hip hip hoorah!' Buses are available throughout the night, Underground till mid night. I loved the city. You get to hear hundreds of languages. To me, it's the way Kolkatans want their city to be..............

Studying after 19 years of work! First few days I was really tense. Before every class Joy White (our Program Manager) used to send 3-4 mail attachments as reading material - a real threatening environment for me! My IIT classmates used to joke with me saying that I should not let IIT name go down, I must not fail at LSE !

For initial few days, few of us could not adjust to studentship and used to go to LSE by cab. Then we realized that it does not look good, so we started walking. London Underground is an excellent utility, but many people prefer bus. On Thursdays, I used to go for an arty loaf and visited quite a few art galleries.

Other than my own studies at LSE, I was lucky to get invited by School of African and Oriental Studies (SOAS) to give a talk on "Culture and Development"; International Institute of Cultural Diplomacy (IICTD) of London Metropolitan University where I spoke on "Intangible Cultural Heritage and Livelihood". I also shared my views on social entrepreneurship with students at SAID Business School, Oxford. I was extremely impressed by Sabina Rakacheva of Azarbaizan, a violinist educated in New York, who has played in front of a number of Presidents and Prime Ministers and is pursuing her PhD in Cultural Diplomacy from SOAS.

Within two weeks, course at LSE turned into "Lets See Europe"! I visited Edinburgh (part of the course), Abardeen (with family, to meet friends, last land before Norway), Geneva (to visit HQ of ILO & WTO), Brussels (to meet EU and NATO; also went to Tintin museum), Paris (with family), Porto (to meet Ana, who worked for short time with us at Kolkata). Let me share a few observations: At European Bank, headquartered at London, the visiting cards are written in English and Japanese. In Geneva, people smoke cigarettes inside the restaurants even now. LSE Director Howard Davies talks of Cricket more than Economics. Kohinoor is well protected in the tower of London. In Aberdeen, Churches are getting sold to pub and casino owners :-)

Amitava Bhattacharya

STRAIGHT DRIVE

বৈচিত্র্যই ঐক্য

সংস্কৃতি বেশ একটা আজব ব্যাপার। এতে সবকিছু আছে। আবার নির্দিষ্টভাবে কিছু নেই। এর ফাঁক দিয়ে কখনও উঁকি দেয় ইতিহাস। কখনও ভূগোল। কখনও তাতে ধরা পড়ে নিজের আর চারপাশের মানুষের বেড়ে ওঠার ছাঁচ। বেঁচে থাকার ধরণ। জীবনযাপনের যেসব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা যাই - যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রাকৃতিক বিপর্যয় সবকিছু তার মধ্যে প্রবল বেগে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়াটাই যেন একটা নিয়ম। গানে গাথায় নাটকে আর নাচে সেসব বেশ জাঁকিয়ে বসে। এর মধ্য দিয়ে আমরা শুনি বহু মানুষের কন্ঠস্বর। প্রবল চিৎকার থেকে ফিসফিস, প্রায় অশ্রুত কথা সবকিছুরই জায়গা আছে এতে। ধর্মই বলুন কিংবা বৈশিষ্ট্য, এই বহুস্বরত্ব বা পলিফোনিকে স্বীকার করে নেওয়ার উদারতা তার মজ্জাগত।

আমাদের ভালবাসার এই দেশে সংস্কৃতি এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে যেতে যেতে আকার ও অন্তঃসারে ক্রমাগত বদলে যেতে থাকে। এর পেছনে অঞ্চল বা গোষ্ঠীর স্বাভাবিক ভিন্নতার পাশাপাশি সামাজিক ও আর্থিক ভিন্নতাও রয়েছে। কখনও স্থানীয় মানুষ নিজেদের অবস্থানকে একটু উন্নত করার জন্যও এই বদল ঘটান। সংস্কৃতি মানে এই পরিবর্তনশীলতাকে স্বীকার করে নেওয়া। ভারতবর্ষের ঐক্য ইত্যাদি নিয়ে এখন নানা কথা হয়। দেশের ঐক্য ধরে রাখা যাচ্ছে না। কাজেই সবকিছু দুরমুশ করে সমান করে দিতে হবে, না হলেই নাকি বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে যাবে! ঐক্যের আবাহনে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু বহুত্বকে (pluralism) স্বীকার করে নিয়ে তাকে আত্মস্থ করে, সেগুলোকে সমানভাবে বেড়ে ওঠা, বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়ে ঐক্যের দিকে এগোলে আমরা বহুত্ব বা বৈচিত্র্য আর ঐক্য দুটোই রাখতে পারবো। সেই ঐক্য উঠে আসবে একদম মাটি থেকে। তাতে আর্মি বা আমলার কোন খবরদারি থাকবে না। তা কখনোই হবে না উপর থেকে কোনভাবে চাপিয়ে দেওয়া কোন ব্যাপার।

লোকশিল্পীদের নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কাজ করতে করতে এবং তাদের বিভিন্ন মঞ্চে অনুষ্ঠান করার সুযোগ করে দেওয়ার সূত্রে আমরা এই বহুত্বের আর্তি শুনেছি। দেখেছি সংস্কৃতির নানা বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য (unity in diversity) কথাটা তো আমরা তো বহু বছর ধরে বলে চলেছি। আসুন না এবার বলি, বৈচিত্র্যই ঐক্য (diversity is unity)। বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিলে, বেড়ে ওঠার সুযোগ দিলে শেষ বিচারে ঐক্যই টিকে থাকবে। বাঁচবে আমাদের সাংস্কৃতিক বহুত্ব। কারণ, আমরা দেখেছি নিজেদের বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা থেকেই উঠে আসা সত্যগুলো লোকের সহজে নেয়। অভিজ্ঞতার বাইরের বা ওপর থেকে চাপানো ব্যাপারস্যাপার নিয়ে সে প্রবল সংশয়ী। এই উপলব্ধির নির্যাসটুকু ধরা থাকে সংস্কৃতিতে। বহুত্বের উদযাপনে সংস্কৃতিকে ডেকে নিতেই হবে।

রঞ্জন সেন

Of Programmes and Experiences:

I keep on getting calls. "We want to organise a folk festival in Durgapur, can we have the number of Subhadra Sharma ? "Will Golam Fakir be available for a show at Siliguri ? " This started after we organized Sanskriti Parichay'2008 - a folk festival spread over ten district towns of West Bengal between August and September, 2008. Four hundred Bauls, Fakirs, Chau and Jhumur dancers, Domni and Gambhira artists and Patuas participated in the month long programme. In Arambag an audience of 1200 was mesmerized and said, "We are ready to pay for such programmes next time." Little girls dancing on Ranpa, Chau dramas like Kalmrigaya and Khamar Murar Amar Gatha got loud applauds. People wanted to touch the feet of Gambhira artist Bimal Gupta. Sanskriti Parichay'2008 was followed by folk programmes in 50 schools and colleges in Kolkata. The youths and children took active interest and were curious to learn more. Chau dancer Dhana Mahato trained students of Bhawanipur Education Society for inter college dance competition. The team bagged the second prize. The artists earned more than fifteen lakhs of rupees order from shows during the Durga Puja and Diwali festivities. On the occasion of 'Antarjatik Bhasha Dibas', 21st February,2009, a Baul Fakiri concert was organized at Dakshinapan Mukta Mancha. The cheering crowds and presence of Gautam Ghosh, Rajatava Dutta, Agnimitra Paul, Surajit and Soumitra of Bhoomi and other patrons enlivened the program.

The latest Chau production 'Dakini Mangal' is based on Macbeth. The story of Macbeth very relevant today, because of the issue of Nations and Nationalism getting more importance day by day and in the words of Banco "its truth not half truth which needs to be understood and followed otherwise it may lead to disaster" . The audience who watched the premiere at ICCR on 23rd February, wondered at the beauty of Patachitra scrolls painted by Dukhushyam and the fusion of Jhumur, Fakiri and Rabindrasangeet.

Patachitra painters and seven London based new media artists worked together in a unique ten day workshop POTential. When Moyna Chitrakar and Yacub Chitrakar were given video cameras, they were delighted to use technology to make their own interpretation of the busy city life of Kolkata. Scraps lying in and around the EZCC campus were picked up and painted by the Patuas resulting in a colourful installation. Visitors to the exhibition at ICCR wondered at the unique synchronisation of video projection, documentaries made by the Patuas, soft melodies of Pater Gaan and installations.

Program coordination is always an arduous task. But the smiling faces of the artists as we build the bridges between traditional and modern, makes paving these steps towards revitalization of folk art a rewarding experience.

Siddhanjan Raychaudhuri

আমরাও কি খুব মানবিক

"আমরা মানুষ নই... সাধারণ মানুষ আমাদের ভিন গ্রহের জীব বলে মনে করে।" গত তিন বছরে অন্তত হাজার বার এই শব্দগুলি কানে এসেছে। পাঠক বন্ধুরা নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছেন আমি কাদের কথা বলছি, হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, আমি সমাজ ও আইনের রক্ষক পুলিশদের কথাই বলছি। ২০০৬ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা পুলিশের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করি আমরা। UNODC ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যৌথ প্রচেষ্টায় এবং পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা পুলিশের সহায়তায় আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গের ১৮টি জেলায় ৫৮টি কর্মশালার আয়োজন করেছি গত তিন বছরে। কর্মশালার মূল লক্ষ্য ছিল মানব পাচার প্রতিরোধে আইনের প্রয়োগক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পাচার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও আইনরক্ষকের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে মানবিক দিকগুলি যাতে অবহেলিত না হয়।

এই কর্মশালার আগে পুলিশ বলতে চোখের সামনে খাকি পোষাকের, মোটা গোঁফওয়ালা, বদমেজাজী সেই মানুষটার ছবিটাই হয়তো ভেসে উঠত। কিন্তু আমাদের কর্মপদ্ধতি প্রচলিত 'Chalk & Talk'-এর বাইরে বেড়িয়ে অংশগ্রহণে বিশ্বাসী। তাই হয়তো এই কর্মশালা পুলিশের চিরাচরিত চিত্রটির পেছনে লুকিয়ে থাকা একটা মানুষকে কর্মশালার থিয়েটার গেমসের সময় আমরা হাসতে, ঝগড়া করতে, অভিমান করতে দেখেছি। দেখেছি পাচার হওয়া মানুষের জন্য কাঁদতে। আমার বেশ মনে পড়ছে রায়গঞ্জের কর্মশালার অভিব্যক্তি (Expression & body language) ও প্রকাশভঙ্গিমার দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়াসটির কথা। আমাদের কর্মশালা বিশেষজ্ঞ সুশান্ত মুখোপাধ্যায় তালির মাধ্যমে শরীরের ভাষা বদলের সাথে সাথে মুখের অভিব্যক্তি ও অনুভবের পরিবর্তন করতে বলতেন। অবাক করে দিয়ে আমাদের সামনে পুলিশরা তুলে ধরেছেন কখনও মমতাময় বাবার চিত্র, আশীর্বাদ জ্ঞাপনের চিত্র, জীবনদাতা বা কোনো খেলার চিত্র। সত্যিই সেটা লিখে বোঝানো কঠিন। আবার যখন গল্পের মধ্যে দিয়ে কোনো পাচার হয়ে যাওয়া ছোট্ট শিশুর কথা বলা হয়েছে তখন আমরা দেখেছি অনেক অফিসার মুহূর্তের জন্য গল্পের শিশুটিকে নিজের সন্তান ভেবে কেঁদে ফেলেছে, বার বার চোখের জল মুছে ফেলে বলেছেন দিদি আর বলবেন না... সেই মুহূর্তে আমরাও অনুভব করেছি মানবিক দিক গড়ে তোলার জন্য কোনো আলাদা দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় না, প্রত্যেক মানুষই কম-বেশি মানবিক। জীবনযাপনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বহু মানুষেরই মানবিক গুণগুলোর ওপর শ্যাওলা বা মরচে পড়ে যেতে পারে। কর্মশালায় শুধু সেই শ্যাওলা বা মরচেগুলোকে তুলে ফেলা হয়। পাচারের মত ভয়াবহ সামাজিক রোগের ফলাফল কারও অজানা নয়। গত তিন বছরে কর্মশালার শেষে পুলিশ মানুষদের কাছ থেকে আমরা সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে তাদের প্রতি আর একটু মানবিক হয়ে ওঠার সহায়তা প্রদানের আবেদন পেয়েছি। এই আবেদন আমার কাছে একটা কঠিন প্রশ্নের মতো; ওরা তো ভিন গ্রহের জীব, ওরা তো মানবিক নয়... আর আমরা... আমরাও কি খুব মানবিক ?

সুরভি সরকার

AT THIRTY, SOMETHING I FELT AGAIN.

The bylanes of the slums of kolkata, children between the age of 3-6 years, Googly, Achoo, Chamki and theatre....a heady combination. Thats how I would sum up my Gali Gali Sim Sim experience. Little ones with wide, innocent eyes, wonder on their face, running noses and old worn out clothes and no chappal.... you wonder how you can touch them through your work. Kids would crowd in hoards around our cart as soon as the announcement was made for the cartoon show, The older people of the slum take responsibility of bringing some order in the chaos and madness in the children. The show gets over and the theatre workshop begins. 50 little ones,the busy bylane of the slum and a theatre person with just his body, voice and imagination to hold their attention. We had to talk about the content of the cartoon show, but how?? So the theatre becomes a combination of stand up comedy and teaching. The kids break into peels of laughter as they see a thirty something man becoming a chimp and jumping around making weird sounds, they join in by imitating, and slowly becoming a tiger, a deer, a monkey, a giraffe and slowly making a jungle. We talk about trees, jungles and conservation of forests and loving animals. We mime the entire process of cleaning ourselves, brushing our teeth and soaping ourselves, between bouts of laughter the kids explore in detail the process of keep themselves clean.

The show gets over and the carts move on..some kids follow the cart to see the grown up man become a monkey again..they are amused. After a hard days work in the sweltering heat, as we close our eyes the wide, wondorous eyes swim before you. A day well spent...you think.

Raja Chakraborty

BEYOND THE BOX

PHOTOSHOPPE

अपने देश की झलक, विदेश सफ़र में

एक तो एक नए देश की यात्रा, दूसरा अपनी संस्था को represent करने के लिए यात्रा, इन दोनों ने मिलकर मुझे मेरे पहली थाईलैंड यात्रा के लिए बहुत excited किया हुआ था। उद्देश्य था SEAMO SPAFA द्वारा बैंगकोक में आयोजित Heritage tourism पर तीन दिनों का seminar सितम्बर 2008 में। बैंगकोक के एयरपोर्ट उतरकर, Ayuthaya जहाँ हमारे रहने की व्यवस्था की गई थी के सफ़र में जो एक चीज़ खासकर नज़र में पड़ी वो थी उनका infrastructure। रंग-विरंगी गाड़ियाँ, चकाचौंध-चमकधमक और इन सबके साथ कंधे से कंधा लगाए खड़ी उनकी ऐतिहासिक इमारतें जो निदेशक हैं उनके समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर की। एक खास बात जो मुझे और लगी कि जिस होटल में हमें ठहराया गया था वो उनके राजा के खूबसूरत महल के ठीक उल्टी तरफ था। रास्ते के इस पार और उस पार।

सेमिनार में प्रतिभागी दक्षिण-पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों से आए हुए थे। बर्मा, चाईना, कम्बोडिया, वियेतनाम और नब-निर्मित देश जैसे तिमोर-लेस्ते। कोई पुरातत्त्व विभाग का सरकारी अफसर कई सारे पुरातत्त्व विज्ञानी, पुरातत्त्वविद सांस्कृतिक कार्यकर्त्ता, अध्यापक संरक्षणकारी। मेरा presentation था पुरुलिया जिले में सांस्कृतिक संरक्षण के हमारे काम को लेकर। उसे बतौर case study पेश करना। और साथ ये भी बताते चलना कि बेहद गरीब बंगाल का tribal जिला पुरुलिया किस प्रकार इतिहास, प्रकृति, संस्कृति से समृद्ध है और कैसे पर्यटन यहाँ आय का एक ज़रिया बन सकता है इन पिछड़े उपज़ातियों के लिए। मेरे presentation के बाद कितने ही देशों से लोगों ने, पुरातत्त्वविदों ने पुरुलिया आने की इच्छा ज़ाहिर की। एक वृद्ध महिला, जो कि खुद थाई हैं, ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी नानी भारतीय थीं और तीन पुश्तों से अब वे थाईलैंड में ही हैं। पर उनकी दिली ख्वाहिश है कि मरने से पहले वो एक बार भारत दर्शन कर सकें। सभी लोगों के मुँह से बार-बार अपने देश की संस्कृति की गरिमा का बखान सुनकर और भारत के लिए उनकी पसंद और अनंत जिज्ञासा को देखकर अचानक से अपनी धूधलाती हुई भारतीय होने की पहचान का यहसास एक बार फिर दमक उठता है। एक नए तरीके से नई नज़र से अपने देश को अपनी भारतीयता को देखने का मन करता है।

एक विशिष्ट बात यह भी है कि अपने देश में रहते भी हालांकि अपनी व्यप्ति का एहसास रहता है पर जब आप छोटे-छोटे, हमारे देश के size की तुलना मैं शायद शहर समान देशों, उनकी जद्दो-जेहद और अपने देशके लिए उनके Awe को देखते हैं तब लगता है कि वाकई कुछ तो बात है हममें। विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक नागरिकों के उम्र की औसत से विश्व का सबसे नवीन देश, विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र। वाकई बहुत कुछ है गौरवान्वित महसूस करने के लिए। कम से कम मैंने तो बिल्कुल किया।

शाम को सेमिनार के अंत में हम कुछ लोग एकट्ठा होकर बैगंकोक की गलियों में टहलने निकला करते थे। जब कभी अपने-अपने देशों की चर्चा होती और मैं अपने देश के बारे में कहती तो अधिकतर सब लोग मुझसे कहते कि बापरे! विविधता, जनसंख्या, सबकुछ मिलाकर देखा जाए तो दरअसल तुम एक देश की नहीं एक continent की बात कर रही हो।

अगर मुझसे कोई पूछे कि मुझे सबसे interesting क्या लगा इस दोरान तो मैं कहूँगी तीन चीज़ें - पहली चीज़ तीन दिनों का लगातार cultural exchange, लोगों का दूसरी संस्कृतियों को समझने का जज़्बा, दूसरी बात बैगंकोक का Tuktuk, इस इकलौती चीज़ ने मुझमें बैगंकोक के लिए ईर्षा का भाव जगया। और तीसरी लेकिन सबसे revealing बात शाम के, बैगंकोक के रास्तों के फुटपाथों पर तरह-तरह की बिकनेवाली सामग्रियों के बीच archeological sites से जुगाड़ी हुई छोटी-छोटी गणेश, विष्णू, शिव की मूर्तियाँ। मुझे इस बात ने एक बार फिर अपने देश की व्यप्ति का एहसास दिलाया।

अपने ही देश में जहाँ हम शायद आज कई लोग उतने जानकार ना हों अपनी संस्कृति के बारे में। वहीं एक दूसरे देश में जाकर जहाँ के लोग भी "नमस्कार" में हाथ जोड़ते हैं, भले ही "नमस्ते" की बजाए "सबा दिखा" कहते हैं, अपनी संस्कृति की व्यप्ति देखकर गर्ब होता है और कहीं अंदर से एक आवाज़ यह भी कहती है कि "ज़रा अपनी जड़े और अच्छी तरह पहचान लो"।

सायन्तनी

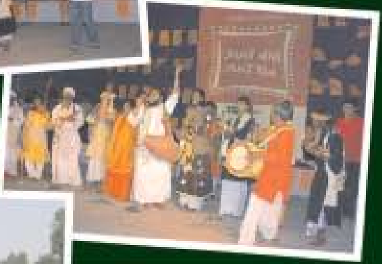

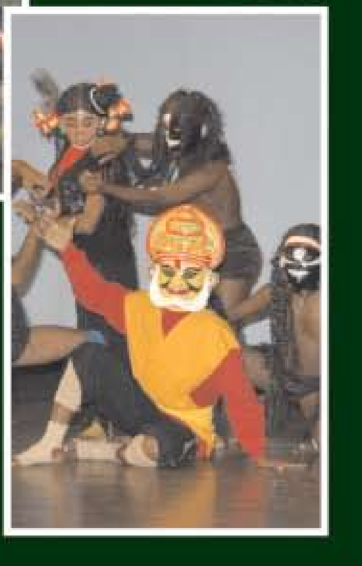

UNFPA-LAADLI Media Award for Gender Sensivity
Received in March, 2008

LIGHT Y r

কাজ করতে করতে কত রকমের মজাদার ঘটনা ঘটে। রাজস্থান ডুঙ্গরপুরের স্যানিটেশনের কাজের সেই অভিজ্ঞতার কথাই বলি। সঞ্চিয়া পঞ্চায়েতের ভগোরা কালা গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে গেছি স্যানিটেশন ওয়ার্কশপ করাতে। সেই স্কুলে গ্রামের একমাত্র টয়লেট আছে দেখে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। ঘন্টা দুয়েক পরে নিজের প্রয়োজনে টয়লেট ব্যবহার করব বলে হেডমাস্টারের কাছে গেলাম টয়লেটের দরজায় লাগানো তালার চাবি চাইতে। হেডমাস্টার আমার সামনেই তার আলমারির তালা খুললেন। আমি তো অবাক টয়লেটের চাবি আলমারিতে। না সেখানেই শেষ নয়, আলমারির লকার খুললেন তারপর তার থেকে ছোট তিজোরী গোছের একটি বাক্স বার হল, তাতেও তালা লাগানো। সেই বাক্সের তালা খুলে তিনি টয়লেটের প্রাণভোমরা বের করে দিলেন। আমি খুব খুশি হয়ে টয়লেটের তালা খুলতে গেলাম, বার বার চেষ্টাতেও তালা খুলল না, পুনরায় হেটমাস্টারের উদ্যোগে কেরোসিন তেল দিয়ে তালার মরিচা ছাড়ানোর চেষ্টা চলল। ঘন্টা খানেক পরে এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ বলে ঘোষিত হল। মৃদু হেসে শিক্ষক মহাশয় বললেন "চার সাল বাদ আজ হি আপকে দোয়ারা ইয়ে শৌচালয় উৎঘাটন হোনে বালা থা, ও ভি হো নেহি পায়া।"

নিলয় বসু

FUNDA BUZZ

Social Audit

Social audit is a process in which the people work with the Government to monitor and evaluate the planning and implementation of schemes or programme, or indeed of policies and laws. Mainly it helps to raise awareness of rights, entitlement and obligation under a scheme among the benificiaries.

Social Entrepreneur

A Social Entrepreneur identifies and solves social problems on a large scale. Just as business entrepreneurs create and transform whole industries, social entrepreneurs act as change agents for the society, seizing opportunities others miss in order to improve system, invent and disseminate new approaches and advance sustainable solutions that create social value. In a different tone social entrepreneurs are not content just to give a fish or teach how to fish. They will not rest until they have revolutionized the fishing industry.

Right to Information

The Right to Information Act, 2005, provides for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and State Information Commissions and for matters connected therewith or incidental thereto.

WINDOW

The Story of our Bharat Bhraman

In 2008, we traversed across the country from Gujrat at one end to Tripura at the other. We were impressed by the eight lane highways, the excellent public transportation, amenities available in a small town like Umreth. More impressive were the people enthusiastic, hardworking and eager to embrace new ideas. Our objective was to innovate models of joint electricity management - community partnering with MGVCL for reducing power loss and promoting energy conservation. The villagers were quick in understanding how this benefited them. Their punctuality impressed us. If we were late by five minutes for a program we would get a phone call. Time is precious when development is fast paced!

The screen and remote green hills and forests of Tripura posed a sharp contrast. In many of the villages we could go only with armed escorts. Our charter was to establish a mechanism for social audit of implementation of NREGS and other rural development schemes. It was a pleasure to observe how participation of people makes programs effective even for communities living in the remotest areas. Villagers are happy for getting eight to ten days of work in a month. They no longer have to leave their families and go far off for work. A woman proudly pointed at the road leading to her home and said that she had built it with her own hands. A man shared how saving money in the bank is helping him. He showed us the goats he had bought with his savings.

Our team doing a campaign on health and nutrition for Heart Care Foundation literally criss crossed the country covering locations in seventeen states. One team started at Assam and then held shows at Sikkim, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra and finally at Goa. At Jharkhand as we designed a campaign focusing on medical abortion we wondered whether shy village women would participate.

Shows were held in tribal languages like Mundari, Sadri, Kurmali, Panchpargania and Nagpuri. The rural women came forward to understand the options being offered and thanked us for giving them the only opportunity to learn in their language. One woman dies every hour in India from unsafe abortion. This is statistics for us but ground reality for them. Information is what people need. Once empowered with knowledge and ideas, they take action. Following the campaign on contraception methods in the slums of Lucknow, medicine stores reported that more young women and men are coming up and asking about contraceptives. We also came across pitfalls of irresponsible use of mass media. At slums of Bhubaneswar young adolescents girls acknowledged that use emergency contraception many a times. They have seen the television advertisements on an established brand which did not make it clear that this should not be used instead of contraceptives.

A study on utilisation of grants to PRI took us to the interiors of Bastar. We found that Panchayats remain closed. Villagers lament that their area remains bereft of developmental initiatives owing to the 'fear' of attack by Naxalites. At Orissa we found that villagers are managing piped water supply systems and there are cement concrete roads in interior villages. At West Bengal we found Panchayats using computers.

As part of efforts to create a new market for our living cultural heritages, folk artists we work with traveled widely. The Baul singers shared their stories of visits to Rajasthan and Madhya Pradesh. The Patuas are busier traveling round the year. Chau dancer Jagannath who used to get sporadic invitations earlier now has his own troupe and getting regular shows. Thus we go on celebrating the power of culture in fostering change.

Ananya Bhattacharya

banglanatak dot com
i-land informatics Limited
58/114 Prince Anwar Shah Road, Kolkata, 700 045
Phone: 033 2417 8516, Telefax: 033 2417 8518, e-mail: iland@vsnl.com
Website: www.banglanatak.com